Regd. No. C. 853

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

আধুনিক

ডিজাইনের

=বিয়ের=

কার্ড

পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন

৫৯শ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৬ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
২৩শে আগষ্ট, ১৯৭২

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

মুর্শিদাবাদে
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল

গত ২২শে আগষ্ট পঃ বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াস এই জেলার কান্দী, ফরাক্কা এবং ধুলিয়ান সফরের পর বহরমপুর ফেরার পথে নবগ্রাম থানার চানক গ্রামে এক জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, "আমি বর্ত্তমান খরা পরিস্থিতি পরিদর্শন করে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছি।" আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হলে তিনি ব্যাপকতর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। আদিবাসী ছাত্রদের মধ্যে কাপড় এবং বই বণ্টনের জন্য তিনি তাঁর তহবিল থেকে ২০০০ টাকা দান করেন।

চানকে আসার পথে বোখারা স্কুলের শিক্ষকরা তাঁর গাড়ী থামান এবং আঠারো মাস ধরে বেতন না পাওয়ার অভিযোগ জানান। স্কীর মোড়ে একদল মহিলা শ্রীডায়াসের গাড়ী থামিয়ে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানান। শ্রীডায়াস সেখানেও ২৫০ টাকা দান করেন। পরে শ্রীডায়াস বহরমপুরে সারকিট হাউসে বিভিন্ন স্থানের এম, এল এ এবং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। বিভিন্ন স্থানের অভাব-অভিযোগ সংক্রান্ত স্মারকলিপি প্রতিনিধিরা তাঁর নিকট পেশ করেন। দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল জঙ্গিপুর পৌর এলাকায় জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা। ঐ দিন বিকেলে রাজ্যপাল বহরমপুরে একটি শিশু উদ্যানের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। আজ ২৩শে আগষ্ট তিনি জেলার বিভিন্ন স্থানের অভাব-অভিযোগগুলি সুস্থভাবে শোনার জন্য বহরমপুরে অবস্থান করেছেন।

রাজ্য শিক্ষা বাজেটে উল্লেখ না থাকায় কেন্দ্রীয় অনুদান ২ কোটি টাকা বরাদ্দ হবে না

এই রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষকদের অবস্থা চরমে উঠেছে টাকার অভাবে। রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী আগে মাধ্যমিক স্কুলসমূহের জন্য বেতন ঘাটতি অনুদান প্রকল্প রূপায়িত করবেন এই রকম একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বিধান সভার বর্ত্তমান অধিবেশনে এই সম্পর্কে কোন বিলই উঠেনি। কোন আলোচনাও হয়নি। এরই ফলশ্রুতিতে গত ১০ই আগষ্ট বিধান সভায় তুলকালাম। সরকারের শৈথিল্যের জন্য কংগ্রেসী ও সি পি. আই সদস্যেরা একযোগে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করেছেন। আলোচ্য অনুদান প্রকল্প বাবত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে ২ কোটি টাকা দিতে রাজী থাকলেও দেওয়ার কোন উপায় আর নাই। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষা বাজেটে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেননি, তাই কেন্দ্রীয় টাকা পাওয়ার ব্যাপারে বাধা আছে। অতঃপর মাধ্যমিক শিক্ষকদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষামন্ত্রী এখনও নাকি বৈঠক করতে চান বলে সংবাদে প্রকাশ। আর ততদিনে শিক্ষককুলের নাভিশ্বাস উঠুক।

দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষকতার অবসান হোক

ফরাক্কা, ১৭ই আগষ্ট—বিগত কয়েক মাস যাবৎ ফরাক্কা ব্যারেজ উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে এমন এক দলাদলি এবং কতকগুলি অনুসৃত নীতির সংবাদ পাওয়া গিয়েছে, যাতে করে ঐ বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে এক প্রবল বাধা উপস্থিত হয়েছে।

ফরাক্কাস্থিত আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, নতুন প্রধান শিক্ষক শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়ের কর্ম্মভার গ্রহণ করবার পূর্ব্বে ২ ৩ বছর ধরে এই বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা ও অনিয়মানুবর্ত্তিতার ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। শ্রীরায় মহাশয় সেগুলিকে একে একে দূর করে বিদ্যালয়ের সুস্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে যে অনলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাতে কতিপয় স্বার্থান্বেষী শিক্ষক বিশেষ দলীয় নীতির প্রভাবপুষ্ট হয়ে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে চলেছেন। শ্রীরায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মননশীলতা, নিয়মমাফিক চলাফেরা বা শৃংখলাপূর্ণ উপায়ে পরীক্ষা দেওয়া, খেলাধূলা ও অন্যান্য কৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া প্রভৃতি নানা গঠনমূলক কাজে মনোনিবেশ করেছেন যেটা স্থানীয় লোকদের মনে রেখাপাত করেছে। কিন্তু স্বার্থলিপ্সু কয়েকজন শিক্ষক কিছু ছাত্রকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে এর বিরোধিতা করে চলেছেন।

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

৫৯ বি, চৌরঙ্গী রোডের বাড়ি

১৯৭২ এ এই ভবনটি এক বিশেষ চিহ্ন বহন করিয়াছে। প্রাক স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের বাম ও দক্ষিণ শাখার সৃষ্টি হইয়াছিল। স্বাধীনতার উত্তরকালে কংগ্রেস আবার কংগ্রেস (নব) ও সংগঠন কংগ্রেসে ভাগ হইয়া যায় যাহার প্রথম দিকে নাম ছিল নব কংগ্রেস ও আদি কংগ্রেস।

বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য এই যে, কোন পদার্থ বিশ্লেষণ করিতে করিতে অণু পরমাণুত্বে আসে। উহাদের বিশ্লেষণে তীব্র শক্তিসম্পন্ন আরও ক্ষুদ্রাংশ ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতির পর্যায় আসে। অণু-পরমাণুর প্রচণ্ড শক্তি সম্বন্ধে আজিকার দিনে আর কোন দ্বিমত নাই। কংগ্রেসের ক্ষুদ্রাংশ যে শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহা এই কথাই মনে করাইয়া দেয়।

কিছুদিন হইতে শিরোনামোল্লেখিত ভবনটি একটি আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই ভবনটি সংগঠন কংগ্রেসের দখলে ছিল। গত ১১।৭।৭২ তারিখ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাড়িটি হুকুম-দখল করিয়া লন। রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশনের জন্য এই বাড়িটি ব্যবহৃত হইবে এই ছিল উদ্দেশ্য। তাহার পর হইতে বাড়ির চাবি ও মালিকানা সংগঠন কংগ্রেসের হাত হইতে চলিয়া যায়। কিন্তু সংগঠন কংগ্রেসকর্মীরা দাবি তুলিলেন 'কংগ্রেস ভবন ছাড়ো'। ২১শে জুলাই হইতে বাড়িটির সামনে অবস্থান সত্যাগ্রহ চলিতে থাকে। আর আগষ্টের ১৪ই হইতে বাড়িটির দখল বদলের জন্য সংগঠন কর্মীরা অসহযোগ এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইবেন স্থির হয়। প্রয়োজনবোধে সংগঠন কংগ্রেস তালা ভাঙিয়াও প্রবেশ করিবেন এইরূপ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি চলিতেছিল। কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না। ১৩ই আগষ্ট রাত্রিতে এই হুকুম দখলের আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

১৩ই আগষ্ট রাত্রে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠক ডাকেন। অনেক আলোচনা ও পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর স্থির হয়, হুকুম-দখলের আদেশ তুলিয়া লওয়া হইবে। অতঃপর ১৪ই আগষ্ট রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের এক কর্মচারী বাড়িটির তালা খুলিয়া দিলেন এবং তাহার ফলে সংগঠন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি এবং এই কংগ্রেসের কর্মিগণ ভবনে প্রবেশ করিলেন।

সংগঠন কংগ্রেসের এই গৃহপ্রবেশ নূতনভাবে হয় নাই। তাঁহাদের বেদখল বাড়ি পুনর্দখলে আসিল। কিন্তু পুনর্দখলের জন্য সংগঠন কংগ্রেসকে অনেক আন্দোলন কিছুদিন ধরিয়া করিতে হইয়াছে। চলিয়াছে অবস্থান সত্যাগ্রহ। আর পরিশেষে আসিয়াছিল আদালতের ইনজাংকশন।

মুখ্যমন্ত্রী হুকুম-দখল প্রত্যাহারের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, বাড়িটির জন্য মামলায় তাঁহারা জিতিতে পারিতেন; তবে অনেক বৃহৎ সমস্যার ভিতর দিয়া রাজ্য চলিয়াছে; তাই এখন এই সব ব্যাপারে মন দিবার অবকাশ নাই। তাহা ছাড়াও, তাঁহার মতে যেহেতু তাঁহারা বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, সেই হিসাবে সংখ্যালঘু (সং কং) দলের প্রতি উদারতা থাকা এবং 'সহৃদয় মনোভাব' থাকা উচিত। সুতরাং যে উদারতা 'ও সহৃদয় মনোভাব ৫৯ বি, চৌরঙ্গী রোডের বাড়িকে কেন্দ্র করিয়া দেখান হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা নিশ্চয়ই সংগঠন কংগ্রেসের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

অবশ্য হুকুম-দখলের পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী কিছু কিছু কথা বলিয়াছেন। এই বাড়িটির মালিক জনসেবক ট্রাষ্ট। তাঁহারা নাকি বাড়িটি কোন ব্যবসায়ীকে ভাড়া দিতে চাহেন। তাই রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের প্রয়োজনে ইহা দখল করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, তাঁহারাও ভাড়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু যেহেতু জনসেবক ট্রাষ্ট ভাড়া দিতে নারাজ তাই 'কি আর করা যাবে?'

হুকুম-দখলের বৈধতা লইয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, ভবনটি খালি ছিল বলিয়া সরকারের প্রয়োজনে ইহা করা হয় এবং প্রাথমিক বিচারে আদালত হুকুম-দখলের আইনানুগ বৈধতা সম্পর্কে অসন্তুষ্ট হন নাই।

ইহাও বলা হইয়াছে যে, গণতান্ত্রিক ও বিধিসম্মত উপায়ে আদালতের মীমাংসা করিতে শাসক কংগ্রেস প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও সংগঠন কংগ্রেস হুকুম-দখলের জন্য মর্ম্মাহত হন বলিয়া এবং এই বাড়ি সংগঠন কংগ্রেসের অফিস করার কাজে ব্যবহার করা হইবে বলিয়া তাহারা হুকুম-দখলের আদেশ প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

সুতরাং দেখা গেল, খণ্ডক্ষুদ্র অংশের শক্তি কতখানি। আদেশ প্রত্যাহারের ব্যাপারে অনেক যুক্তিপূর্ণ কথা মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন। তাহাতে উদারতার কথা বলা হইয়াছে, বলা হইয়াছে গণ-তান্ত্রিক ও বিধিসম্মত উপায়ের কথা, আইনের বৈধতার কথা এবং পরিশেষে হৃদয়ের সংবেদন-শীলতার কথা। কিন্তু যাহা বলা হয় নাই তাহা এই যে, সংগঠন কংগ্রেসের এম, এল, এ মাত্র দুইজন থাকিলেও এই সংস্থা নেহাৎ দুর্বল আজ নয় এবং আইনের যত বৈধতাই থাক, শাসক কংগ্রেস যে পথে যাইতেছিলেন, তাহাতে এই কংগ্রেসের সকলে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তবে কি বুঝিতে হইবে ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত জিদের লড়াই ছিল। সে যাহাই হউক, ধন্য ৫৯ বি, চৌরঙ্গী রোডের বাড়ি।

নিজের নাম গোপন করে অপরের চেক ভাঙানোর অপরাধে

গত ১৭ই আগষ্ট ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার জঙ্গিপুর শাখায় ধুলিয়ানের সিদ্ধেশ্বর দাসের নামে বুক নং ০০৪৫৬৯, চেক নং ৩৯২২৯১ একটি ৫৯৩·৯০ পয়সার গভর্ণমেণ্ট চেক ধুলিয়ানের রবীন্দ্রনাথ দাস ভাঙাতে আসেন। ট্রেজারিতে চেকটি পাশ করার পর ব্যাঙ্কে টাকা নেবার সময় ঐ রবীন্দ্রনাথ দাস সিদ্ধেশ্বর দাসের স্বাক্ষর নিজেই করেন এবং নিজেকে সিদ্ধেশ্বর দাস বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা পড়ে যান। তাঁকে পুলিশ দিয়ে থানায় নিয়ে আসা হয়। পড়ে স্পেশাল বণ্ড দিয়ে জামিন পেয়েছেন।

জঙ্গিপুর ষ্টেট ব্যাঙ্কে এরকম ঘটনা এই প্রথম। চেকখানির প্রাপকের স্বাক্ষর সামসেরগঞ্জ আঞ্চলিক পরিষদের য়্যাডমিনিষ্ট্রেটর প্রত্যয়িত করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ দাস ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যালিটির একজন কমিশনার।

পুস্তক সমালোচনা

ব্রহ্মকমল

ব্রহ্মকমল একখানি সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন আধুনিক কবিগণের মধ্যে খ্যাতিমান ডঃ অমিয়কুমার হাটি এবং তরুণ লেখক ও সমালোচক শ্রীমান্ মধুসূদন চক্রবর্ত্তী। গ্রন্থের বিষয়বস্তু—কবি বিষ্ণু সরস্বতীর ব্যক্তিসত্তা তথা কবিসত্তার সমালোচনা। লেখকগণের মধ্যে আছেন বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, কবি। আরও আছেন কবির অন্তরঙ্গ কয়েকজন স্থানীয় সুলেখক। কবির ধর্ম্মজীবনের আভাস দিয়েছেন বৃন্দাবনের, নবদ্বীপের, পুরীর ও হৃষীকেশের কয়েকজন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী। যে চারজন কবির কবিতা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে তাদের মধ্যে ধ্রুপদী কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণধন দে, আধুনিক কবি দুর্গাদাস সরকার এবং ডঃ অমিয়কুমার হাটি। আধুনিক কবিদের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্যঞ্জনার দোহাই দিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলেন কিন্তু ব্রহ্মকমলে দেখছি আধুনিক কবিও ইচ্ছা করলে সুবোধ্য সুললিত কবিতা লিখতে পারেন ছন্দ ও মিলের বন্ধনের মধ্যেও। পেত্রার্কীয় সনেটের বাঁধাধরা নিয়ম বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করেও দুর্গাদাসের কবিতা একটি নিটোল লাবণ্যময় মুক্তা। ডঃ অমিয় হাটির কবিতাও সুন্দর, সহজবোধ্য এবং সত্যকারের ব্যঞ্জনাপূর্ণ ও ইঙ্গিতময়। সংকলনের ব্রহ্মকমল নাম দেওয়ার একটা ইসারাও এতে মিলে। চরিত কথায় দাদাঠাকুরের প্রসঙ্গের অনুল্লেখ লেখিকার পক্ষে প্রশংসনীয় নয় কারণ গত বৈশাখের জঙ্গিপুর-সংবাদের একটি সংখ্যায় "আমার হাতে-খড়ি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কবি নিজেই সাহিত্য-জীবনে দাদাঠাকুরকে প্রথম ও বিশেষ গুরু বলে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ কবির ব্যক্তিগত জীবনে এমন একাধিক ঘটনা ঘটেছে যাতে দাদাঠাকুর নিজের কাঁধে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কবিকে বিপন্মুক্ত করেছেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীমান্ মিলনকুসুম ভট্টাচার্য এবং শ্রীমান্ হরিলাল দাসের লেখাগুলি ক্ষুদ্রায়তন হলেও বহু কথার দ্যোতক এবং ক্ষুদ্রের মধ্যে বিরাটের প্রকাশক। সাধারণভাবে কাব্যালোচনায় ঠিক সেই কথাই বলা যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাংলা-সাহিত্যে নবদিগন্ত" প্রবন্ধ সম্বন্ধে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ উমা রায় এবং কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডি-লিট, পি-এইচ-ডি ও ডি-ফিল উপাধিধারী সিদ্ধহস্ত রথী ও মহারথীদের সমালোচনা স্বভাবতই সুপাঠ্য, রসগর্ভ ও তথ্যসমৃদ্ধ। ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর 'বিরহিমাধবে'র সমালোচনা আলোচিত কাব্যের মূল্য শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিষ্ণু সরস্বতী রচিত কোনও গদ্যগ্রন্থ, বাংলা ও ইংরেজি প্রবন্ধ, তাঁর শিক্ষাসম্বন্ধীয় ইংলণ্ডে প্রকাশিত গবেষণা-নিবন্ধ, তাঁর প্রদত্ত সভাপতির ভাষণের আলোচনা এমন কি দু'একটি স্থানে উল্লেখ ছাড়া পাঠকের নিকট অনুপস্থিত। আশার কথা সম্পাদক "গোঁড়ার কথায়" আশ্বাস দিয়েছেন যে বিষ্ণু-সরস্বতীর বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত (গদ্য ও পদ্য), গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত সহস্রাধিক কবিতা অর্থাৎ তাঁর সমগ্র রচনাবলী কয়েকখণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। চরিতকথার লেখিকাও একটি পূর্ণাঙ্গ বৃহদাকার জীবনচরিত রচনার আভাস দিয়েছেন। আশা করি—পাঠকগণ জীবনের সকল ঘটনার বিস্তারিত প্রামাণ্য বর্ণনা পাবেন। ব্রহ্মকমল সম্পাদনের উদ্বোধক স্বর্গত আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এব তৎপরবর্ত্তী কর্ণধার ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এই দুই দিকপাল পণ্ডিত যে কাজের সূচনাতেই দেহরক্ষা করেন সেই দুরূহ কার্যটি জঙ্গিপুরের দুই তরুণ লেখক দক্ষতার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন জঙ্গিপুর সংবাদ এ জন্য তাদের দুজনকে সপ্রশংস অভিনন্দন জানাচ্ছে। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্য যে ব্রহ্মকমল এই জঙ্গিপুরে একটি সুন্দর অভিনব প্রচেষ্টা। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

আমার চোখে স্বাধীনতা

—শ্রীসত্যনারায়ণ ভকত

প্রাক-স্বাধীনতা যুগের সঙ্গে আমি মোটেই পরিচিত নই—কেন না স্বাধীনতা প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর পর আমার জন্ম হয়েছে। সুতরাং সেই রক্তক্ষয়ী যুগের সঙ্গে যতটুকু পরিচয় সবই সংবাদপত্র এবং পুঁথির মাধ্যমে।

চলতি বৎসরে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হল। কেন্দ্রীয় সরকার সারা বৎসরব্যাপী স্বাধীনতা-রজত-জয়ন্তী উৎসব পালন করছেন। এই উৎসবের কর্ম্মসূচীর মধ্যে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের স্বীকৃতি-প্রাপ্তি অন্যতম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁরা এতদিনে স্বীকৃতি পাচ্ছেন। হয় ত সুভাষ বসু আমাদের মধ্যে থাকলে এমনটা হ'ত না।

"স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঁচিশ বৎসর পরেও কি আমরা মুক্তি পেয়েছি?" —এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই বলেছেন "মোটেই না।" কেন না এই ২৫ বৎসরে আমাদের সমস্যা বেড়েছে বই কমে নি। আমাদের দেশের যুবশক্তি বেকারত্বের চাপে অসহায়। এই সব 'জাতির ভবিষ্যৎ'দের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু।

আমাদের দেশের কিশোরেরা স্বাধীনতা-সংগ্রামী-দের সম্পর্কে কতটুকু জানে? আমার তো মনে হয় শতকরা পাঁচ ভাগও নয়। দু'একটি উদাহরণ দিলে আমার যুক্তির সত্যতা যাচাই করা সহজ হবে। মাস দুয়েক আগে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। একটা কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একজন কিশোর আর একজন কিশোরকে প্রশ্ন করছে—আচ্ছা ১৫ই আগষ্টটা যেন কি? ২য় কিশোর—কেন জানিস না ঐ দিনে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম? আর একদিন একজন দশম শ্রেণীর ছাত্রী জিজ্ঞেস করছে—'বিনয়-বাদল-দীনেশ' কি জিনিস? এটার সম্পর্কে রচনা লিখবো কি করে?

অবশ্য এই ধরণের প্রশ্নে প্রথমে অবাক হলেও পরে লজ্জিত হয়েছিলাম। কেন না আজ পর্যন্ত স্বাধীনতা সম্পর্কিত উপযুক্ত পাঠ্য-পুস্তক লেখা হয় নি। স্কুলেও বিশেষ একটা পড়ানো হয় না। যার ফলে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা শহীদদের সম্পর্কে তেমন জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারেন না।

স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বৎসরে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের উচিত এই ধরণের পাঠ্য-পুস্তক স্কুল কলেজে বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানোর ব্যবস্থা করা। সমস্যার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতে চাই না। কেন না সমস্যা পৃথিবীর সমস্ত দেশেই আছে (যদিও তা আমাদের দেশে বেশী)। আশা করি বর্ত্তমান সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রজত-জয়ন্তী বৎসরে সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা পেতে পারি।

শ্রীঅরবিন্দ জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি উৎসব

স্থানীয় প্রতিষ্ঠান শ্রীমাতৃচক্রের উদ্যোগে এবং রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ১৫ই আগষ্ট সকাল ৭-১৫ মিঃ শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দের প্রতিকৃতি সহ এক অনাড়ম্বর শোভাযাত্রার মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দ জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের সূচনা হয়।

ঐ দিন সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ মাতৃচক্রের জনৈক সভ্যের গৃহে স্থানীয় শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগীদের লইয়া এক শুচিশুভ্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পবিত্র দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের মহাকাব্য সাবিত্রী হইতে পণ্ডিচেরীস্থ শ্রীমায়ের আংশিক পাঠ, শ্রীঅরবিন্দের দুর্গাস্তোত্র আবৃত্তি এবং প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীদিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠে শ্রীঅরবিন্দ ও মাতৃবন্দনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উৎসব শেষে শ্রীমাতৃচক্রের পক্ষ হইতে শ্রীঅরবিন্দ পাঠাগার নির্ম্মাণের জন্য সাহায্য প্রার্থনায় উপস্থিত সকলেই বিশেষভাবে সাড়া দেন।

ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় (মনিবাবু) এই মহানকর্ম্মে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রঘুনাথগঞ্জ শহরে ১ কাঠা জমি দিতে স্বীকৃত হন। তাঁহার এ প্রস্তাব উপস্থিত সকলেই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন।

আমরা আশা করি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়ের এই বদান্যতায় ও প্রেরণায় রঘুনাথগঞ্জে বহু ঈপ্সিত শ্রীঅরবিন্দ পাঠাগার নির্ম্মাণ ত্বরান্বিত হইবে।

* * *

সাগরদীঘি, ১৬ই আগষ্ট—গতকাল স্থানীয় যুব-সম্মিলনী পাঠাগারে স্বাধীনতা দিবস এবং শ্রীঅরবিন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব সাড়ম্বরে পালন করা হয়। বিকেলে শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এবং তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন শ্রীপ্রিয়নাথ সরকার, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ প্রমুখ শিক্ষকবৃন্দ। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন উন্নয়ন সংস্থাধিকারিক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দত্ত মহাশয়।

অনুষ্ঠানে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানটিতে প্রচুর জনসমাগম হয়।

মিছিলে, প্রভাতফেরীতে এবারের স্বাধীনতা রজত-জয়ন্তী উৎসব

সাগরদীঘি, ১৬ই আগষ্ট—স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এবার স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীগণ সপ্তাহব্যাপী এক কর্ম্মসূচীর আয়োজন করেন।

গত ৯ই আগষ্ট যুব এবং আগষ্ট বিপ্লব দিবস পালন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করে প্রবীণ বিপ্লবী ডাঃ ফণিভূষণ ব্যানার্জ্জী। কংগ্রেসকর্মীগণ বিকেলে হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করেন।

গত ১৪ই আগষ্ট রাত্রে যুব-কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীনিত্যসন্তোষ চৌধুরী এবং ছাত্রপরিষদ সভাপতি শ্রীজয়কুমার ভকতের নেতৃত্বে মশাল-মিছিল বের করা হয়।

গত ১৫ই আগষ্ট প্রভাতফেরী এবং দেশাত্মবোধক গানের পর পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীধরণী ঘোষ। বিকেলে হাসপাতালে গিয়ে কংগ্রেসকর্মীগণ রোগীদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন এবং ফল বিতরণ করেন।

এ ছাড়া স্থানীয় বিদ্যালয়েও মহা সমারোহে স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়।

* * *

মির্জাপুর, ১৮ই আগষ্ট—গত ১৫ই আগষ্ট মির্জাপুর গ্রামে "শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার এবং ক্লাব" এ সকাল ৭ ঘটিকায় পতাকা উত্তোলন ও ১৫ই আগষ্টের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়, বৈকাল ৫ ঘটিকায় অরবিন্দ শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। এই আলোচনাচক্র পরিচালনা করে উক্ত ক্লাবের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। আলোচনাচক্রে শ্রীঅরবিন্দের জীবনী আলোচনা করে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

ঐ গ্রামে অপর ক্লাব নবভারত স্পোর্টিং সকালে "প্রভাত ফেরী" ও সন্ধ্যায় মশাল সহ গ্রাম পরিক্রমা করে।

* * *

বোখারা, ১৫ই আগষ্ট: বোখারা যুব সংঘ ও মহিলা সমিতি এক ভাব-গম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষে গত ১৬ই আগষ্ট বোখারা মহিলা সমিতির সদস্যাগণ শৈলেশ গুহ নিয়োগীর "বৌদির বিয়ে" নাটকখানি অভিনয় করেন এবং পুরুষের ভূমিকায় মেয়েদের বলিষ্ঠ অভিনয়ের জন্য দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসাও অর্জন করেন।

বোখারা মিলন সমিতি ও মোরগ্রাম যুব সঙ্ঘ দ্বারাও এই উৎসব পালনের খবর পাওয়া যায়।

বেলডিয়া মহিলা সমিতি এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই উৎসব পালন করে।

গঙ্গার ভাঙনরোধের চেষ্টা

ফরাক্কা-ব্যারেজ, ১৮ই আগষ্ট—রাজ্য সেচ দপ্তরের তরফ হতে ধুলিয়ান এবং ব্রাহ্মণগ্রাম থেকে অর্জ্জুনপুর পর্য্যন্ত গঙ্গার ভাঙ্গন রোধ করার জন্য সম্প্রতি পাথরের স্পার বা যে স্তম্ভ তৈরী করা হয়েছিল তাতে নাকি ফল পাওয়া গিয়েছে, এ কথা জানাচ্ছেন সেচ দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র। ধুলিয়ানের কাছে পাথরের স্তম্ভের সাহায্যে স্রোত বিপরীতমুখী সম্ভব হয়েছে বলে প্রকাশ।

প্রচেষ্টা ফলবতী হলেও প্রয়োজনীয় পাথরের জোগান না থাকলে হয় ত উল্টো ফল ফলতে পারে। কেননা নদীর পশ্চিম পারে জলের গভীরতা বেশী। স্রোতের চাপে পাথর মাটিতে বসার ফলে স্তম্ভের উচ্চতা উপরের দিকে কমে যাচ্ছে। প্রয়োজনীয় পাথরের জোগান অব্যাহত থাকা দরকার। এ বছর বাঁচতে পারলে আগামী বছর দুনো বলে প্রচেষ্টা চলবে বলে প্রকাশ। ব্যয় আজ পর্য্যন্ত হয়েছে সতেরো লক্ষ টাকা।

সুবর্ণ সুযোগ

জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালে মহিলা বন্ধ্যাকরণের তিনটি বেড খোলা হইয়াছে।

ভর্তির দিন—বুধবার এবং শুক্রবার।

হাসপাতালের পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে মহিলা ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।

যাবতীয় ব্যবস্থা বিনামূল্যে করা হয়।

জেলা পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত।

‘চিতা ও রয়েল বেঙ্গল’-এর পরিপ্রেক্ষিতে

গত ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৭৯, আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত ‘চিতা ও রয়েল বেঙ্গল’ প্রসঙ্গে একটি প্রতিবাদ পত্র শ্রীপাঁচকড়ি দাস গত ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৭৯, পাঠিয়েছেন। পত্রদাতার পত্রটির বিরাটত্ব এবং পত্রটির মূল বক্তব্য আমাদের প্রকাশিত প্রবন্ধানুগ না হওয়ায় এটি আমরা হুবহু প্রকাশ করতে পারছি না। পত্রদাতা প্রতিবাদ করেছেন : (১) “পত্রে যেভাবে কাল্পনিক গল্প বানাইয়া ‘চিতা ও রয়েল বেঙ্গল’ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হইয়াছে মনে করিয়া আমি দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানাইতেছি।” (২) “আমার ও আমার স্ত্রীর ব্যাপারটী এই সম্পর্কে জড়িত করিয়াছেন তাই আপনার মতামতের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।” তিনি আরও লিখেছেন : (ক) “যা হউক কিছুদিন হইল সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের হাতে সিমেণ্ট বিলি ব্যবস্থার বা নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় আপনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট নন ” (খ) “পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি জনসাধারণের কল্যাণই হওয়া উচিৎ”।

(১) ‘চিতা ও রয়েল বেঙ্গল’ কাল্পনিক গল্প হলে পারমিট নম্বরগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। আর এই প্রবন্ধ দ্বারা জনসাধারণকে কিভাবে বিভ্রান্ত করা হয়েছে আমরা বুঝতে অক্ষম।

(২) পত্রদাতা ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাপার যা প্রকাশিত হয়েছে, তার নথি আমাদের কাছে আছে। আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার : পত্রদাতার পারমিটে ওয়ার্ড নং দেওয়া আছে ; কিন্তু তাঁর পত্নীর পারমিটে ওয়ার্ড নং নাই। এর জন্যে “আমি বা আমার স্ত্রী সরকারকে ঠকিয়ে চোরাকারবারের ব্যবসা চালাইনি” পত্রদাতার এই উক্তির প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে পারছি না। যে দরখাস্তে ওয়ার্ড নং দেওয়া নাই, তার ওপরে পারমিট মঞ্জুর হয় কী করে—এইটেই আমাদের বক্তব্য ছিল।

(ক) সিমেণ্ট বিলি-ব্যবস্থার নূতন নিয়মে যদি অসন্তুষ্ট হওয়ার অবকাশ থাকত তবে ২০শে বৈশাখ, ১৩৭৯ তারিখে আমাদের পত্রিকায় সংবাদ তথা মন্তব্য প্রকাশিত হতে পারত না।

(খ) পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গী জনসাধারণের কল্যাণসাধন যে হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আমরা সচেতন বলেই দীর্ঘ ৫৯ বৎসর ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে আমাদের অতি ক্ষুদ্র ও সীমিত শক্তি দিয়ে জনসেবা করে আসছি।

JANGIPUR COLLEGE (MURSHIDABAD)
(Notice of Election)
UNDER RULE—11

Filing of Nomination papers in connection with the election of Guardians' Representatives as members of the Governing Body of Jangipur College.

Nomination papers are hereby invited from among the intending candidates who are qualified for election as a Guardians' Representative under rule 12 of the Government Sponsered College (Election of Guardians' and Teachers' Representatives in the Governing Body) Rules, 1971, for contesting in the election of Guardians' Representatives to be held on the date mentioned below :—

Date, Time, Place, etc. for submission of nomination papers, scrutiny etc. are specified below :—

(i) Date & Time of submission of nomination paper :—	8. 9. 72, Friday until 4 P. M.
(ii) Place at which, person to whom nomination papers are to be delivered :—	At Jangipur College, to the Election Officer.
(iii) Date & Time of scrutiny of Nomination Papers :—	9. 9 72, Saturday at 2-30 P.M. in Jangipur College.
(iv) Date & Time of Election :—	24. 9. 72, Sunday from 10 A. M. to 3 P. M.

14. 8. 72

Sd/- S. Dhar,
Election-Officer & Principal,
Jangipur College.

দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষকতার অবসান হোক

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সংবাদদাতা আরও জানিয়েছেন যে, বিগত ৩০শে জুলাই কিছু ছাত্রছাত্রী নিয়ে এই সব শিক্ষক ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এক গণমিছিল ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের কলোনী পরিক্রমা করেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে ইহা ঘটেছিল। সংবাদে জানা যায় যে, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে এই মিছিল ন্যায়তঃ বেআইনী যদিও ভিয়েতনাম যুদ্ধের কদর্যতা নিন্দনীয় এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী ভিয়েতনামের মানুষ শ্রদ্ধার পাত্র। তবু ভিয়েতনাম যুদ্ধের পটভূমিকায় বিশেষ দলীয় সাংগঠনিক শ্লোগান দিতে দিতে ছাত্রছাত্রীদের এই মিছিল কতিপয় শিক্ষক যেভাবে পরিচালনা করেন, সেটা ছাত্রছাত্রীদের সুকুমার মনে বিশেষ রাজনীতির প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টাকে স্থানীয় জনসাধারণ নিন্দনীয় মনে করেন। আর এরই প্রতিবাদে এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে রাজনীতির জঘন্য আবহাওয়ামুক্ত এক স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলতে সচেতন ছাত্রসমাজ সোচ্চার হয়ে উঠেছেন।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুনসেফী আদালত

৩/১৯৭০ মনি

বাদী—নূতন জয়রামপুর মৌজায় স্থাপিত মসজিদের মালিক উক্ত মৌজার সর্ব্বসাধারণ পক্ষে ১। হাসিমুদ্দিন মোল্লা ২। জেবার মিস্ত্রী সাং নূতন জয়রামপুর থানা রঘুনাথগঞ্জ।

বনাম

বিবাদী—১। গোফুর মিস্ত্রী ২। এমাজ মিস্ত্রী মৃতান্তে ওয়ারিশ কন্যা যশোদা খাতুন ২ (ক) পারুল খাতুন নাবালিকা পক্ষে অলি মাতা ও স্বয়ং ২ (খ) রাজিয়া খাতুন ৩। গায়সু মিস্ত্রী ৪। আবদুস সালাম ৫। নুরু সেখ ৬। গোলেজান বিবি ৭। আইউব মিস্ত্রী ৮। খালেক মিস্ত্রী ৯। মস্তাজ মিস্ত্রী ১০। লালবর মিস্ত্রী ১১। সেরজান মিস্ত্রী সাং নূতন জয়রামপুর থানা রঘুনাথগঞ্জ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে থানা রঘুনাথগঞ্জের অধীন জোতকমল মৌজার উক্ত বাদীগণ উক্ত মৌজায় ৮৭৬নং দাগের আন্দাজ ২/০ বিঘা পুষ্করিণী মাছের ক্ষতিপূরণ বাবদ উক্ত বাদীগণ ৩০০৲ টাকার দাবীতে মোকর্দ্দমা করিয়াছেন তাহাতে নূতন জয়রামপুরের সর্ব্বসাধারণের কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ৯/৯/৭২ তাং আদালতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবেন তজ্জন্য নূতন জয়রামপুর গ্রামের সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল।

By Order of the Court

11/8/72 Sd/- H. K. Roy, Sheristadar,

Ist Munsiff's Court, Jangipur.

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

১৪ অন্য/৭১ ডিঃ কালীকিঙ্কর দাস দেঃ তামিজুদ্দিন বিশ্বাস দাবি ২০০.৪২ থানা সুতী মৌজে হিলোড়া ৬৭ শতক মধ্যে ৪৭ শতকের কাত ১.২০ পয়সা আঃ ১৮০৲ খং নং ৪৮০

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

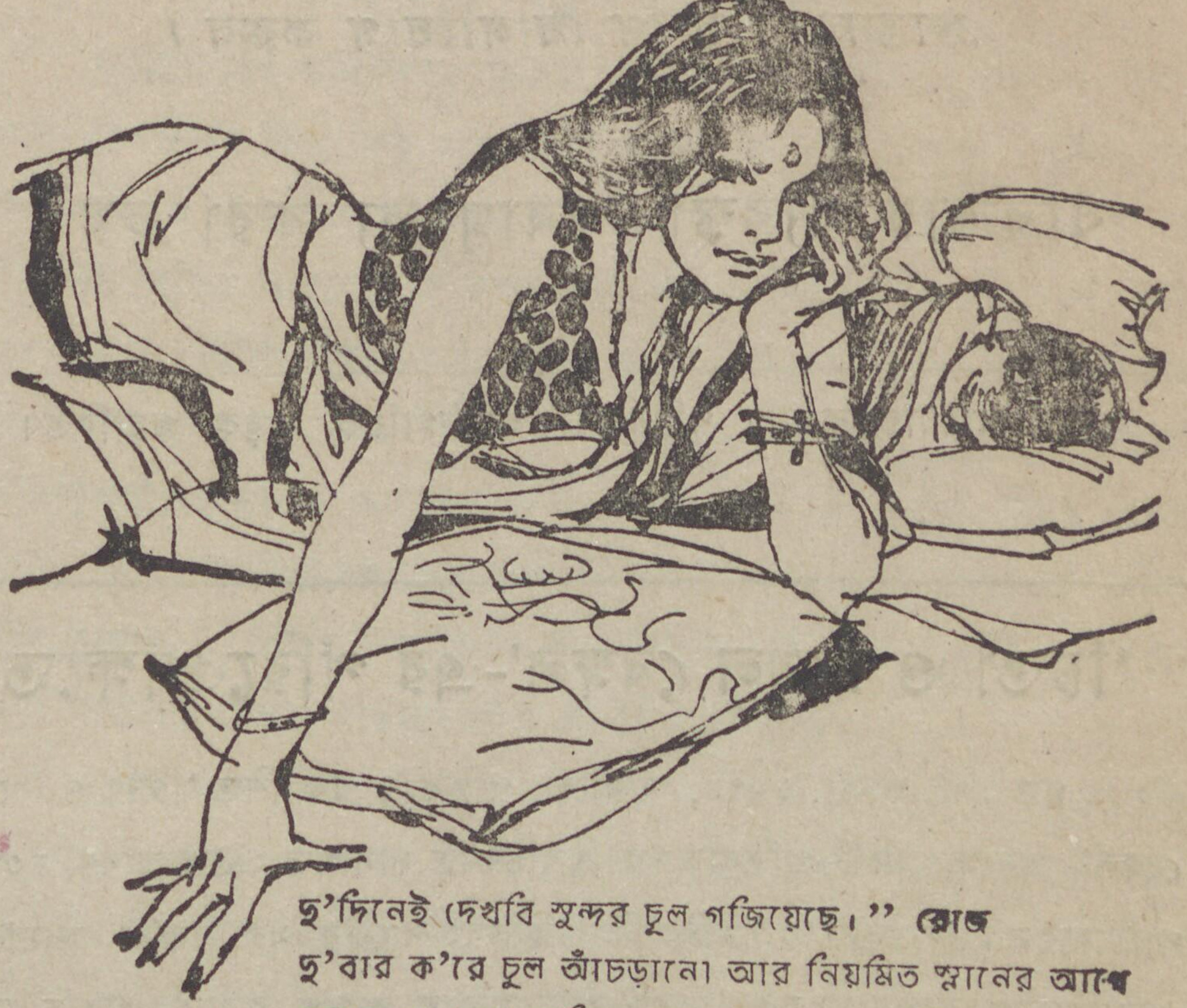

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ● কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।